সরকারি ধান সংগ্রহেও দলীয় টোকেন, প্রান্তিক চাষীরা বঞ্চিত

মেহেরপুর সদর উপজেলায় চলতি মৌসুমে সরকার নির্ধারিত ৩৬ টাকা কেজি দরে ৭৩০ টন ধান সংগ্রহের যে কার্যক্রম শুরু হয়েছে, তার ভেতরে যে চিত্র উঠে এসেছে তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। অভিযোগ উঠেছে, খাদ্যগুদামে ধান বিক্রি করতে হলে কৃষকদের এখন আর শুধু কৃষি অফিসের প্রত্যয়নপত্র যথেষ্ট নয়—লাগছে রাজনৈতিক দলের নেতাদের দেওয়া বিশেষ “টোকেন” বা স্লিপ। বিএনপির দুই গ্রুপ ও জামায়াতে ইসলামীর মধ্যে ৬০-৪০ অনুপাতে ভাগাভাগির যে সমন্বয় হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে, তা প্রকারান্তরে রাষ্ট্রীয় কর্মসূচিকে দলীয় সম্পত্তিতে পরিণত করার শামিল।

এটি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। সরকারি ধান-চাল সংগ্রহ অভিযান বরাবরই সিন্ডিকেট ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগে জর্জরিত থেকেছে—শাসক দল বদলেছে, কিন্তু প্রক্রিয়াটি বদলায়নি বলেই মনে হচ্ছে। কালাচাঁদপুর গ্রামের কৃষক শান্তর অভিজ্ঞতা এক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্বমূলক। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও কৃষি অফিসের প্রত্যয়ন থাকা সত্ত্বেও প্রায় এক মাস ধরে তিনি ধান বিক্রি করতে পারেননি, কারণ তার কাছে রাজনৈতিক স্লিপ নেই। অথচ যিনি দলীয় মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পেরেছেন, তিনি ঠিকই ধান দিতে পেরেছেন। এই বৈষম্য সরাসরি সরকারের কৃষিবান্ধব নীতির বিরুদ্ধে যায়—যে নীতির মূল লক্ষ্যই হলো প্রান্তিক চাষীদের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা।

আরও উদ্বেগের বিষয়, সংশ্লিষ্ট গুদাম কর্মকর্তা নিজেই কার্যত স্বীকার করেছেন তিনি “হুকুমের গোলাম”। অর্থাৎ প্রশাসনিক কাঠামোর ভেতরেই এই অনিয়ম প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিয়েছে এবং তা উপজেলা পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কমিটির সিদ্ধান্ত হিসেবেই পরিচালিত হচ্ছে বলে জানা যাচ্ছে। এর অর্থ দাঁড়ায়, একজন নিচু পদের কর্মকর্তাকে একা দায়ী করে বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই—দায় বর্তায় পুরো তদারকি কাঠামোর ওপর।

উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক স্পষ্ট করেই বলেছেন, প্রান্তিক চাষীদের বাদ দিয়ে অন্য কারো কাছ থেকে ধান নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

কিন্তু কথা আর বাস্তবতার মধ্যে যে বিস্তর ফারাক, তা এই প্রতিবেদনই প্রমাণ করে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন এবং আমরা আশা করি এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৪ জুন পর্যন্ত মাত্র ১১৪ টন ধান সংগ্রহ হয়েছে, যেখানে লক্ষ্যমাত্রা ৭৩০ টন এবং সময়সীমা ৩১ আগস্ট। লক্ষ্যমাত্রা পূরণের চাপ যদি প্রকৃত উৎপাদনকারী কৃষকদের পরিবর্তে রাজনৈতিকভাবে সংযুক্ত মধ্যস্বত্বভোগীদের হাতে চলে যায়, তবে সরকারের শত কোটি টাকার ভর্তুকি কর্মসূচি তার মূল উদ্দেশ্য থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত হবে।

অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উচিত ধান সংগ্রহ প্রক্রিয়াকে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও তালিকাভিত্তিক করা—যাতে কোনো রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তির হস্তক্ষেপের সুযোগ না থাকে। কৃষকের ঘামে ফলানো ফসলের ন্যায্যমূল্য পাওয়ার অধিকার কোনো দলীয় টোকেনের মুখাপেক্ষী হতে পারে না।

ঝিনাইদহে ধান উড়াতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে স্বামী- স্ত্রীর মৃত্যু

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার গাগান্না গ্রামে ধান উড়ানোর ফ্যানে বিদ্যুতায়িত হয়ে স্বামী-স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে।

সোমবার (১৮ মে) সকাল ৬টার দিকে উপজেলার গাগান্না গ্রামের মজিবর খা (৫৫) ও তার স্ত্রী মোমেনা খাতুন (৪০) ধান উড়ানোর জন্য স্ট্যান্ড ফ্যানে সংযোগ দিতে যাচ্ছিল এসময় ফ্যানের পুরা বডিতে বিদ্যুৎ সংযোগ হয়ে যায় এসময় তার স্বামী ফ্যানের আঘাতে ছিটকে পড়লে স্ত্রী উদ্ধার করতে যায় এবস্থায় দুজনেই বিদ্যুতায়িত হয়ে এক সাথে মৃত্যু বরণ করেণ।

পারিবারিক ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আজ সোমবার ভোরের কুয়াশা কাটার আগেই মাঠের সোনালী ধান পরিষ্কার করার জন্য মজিবর খান ঘরের বৈদ্যুতিক ফ্যানটি ঠিক করতে যান। কিন্তু তিনি জানতেন না, ওই ফ্যানে সমস্যা আছে। ফ্যানে হাত দেওয়া মাত্রই বিদ্যুতের তীব্র আঘাতে ছটফট করে ওঠেন মজিবর।

ঠিক সেই মুহূর্তে, ঘরের ভেতর থেকে স্বামীর এই মরণ-চিৎকার শুনতে পান স্ত্রী মোমেনা খাতুন। চোখের সামনে নিজের জীবনের চেয়েও প্রিয় মানুষকে মৃত্যুর মুখে ছটফট করতে দেখে মোমেনা আর নিজের অস্তিত্বের কথা ভাবেননি। কোনোরকম আত্মরক্ষার চিন্তা না করে, স্বামীকে বাঁচানোর জন্য নিজের জীবন বাজি রেখে স্বামীকে টেনে তুলতে চেয়েছিলেন।

কিন্তুস্বামীকে তো ফেরানো গেলই না, উল্টো সেই মরণ-ফাঁদ কেড়ে নিল মোমেনার প্রাণও। আর সেই শেষ আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থাতেই চিরতরে নিথর হয়ে গেল দুটি হৃদয়।

মুহূর্তের মধ্যে এই খবর ছড়িয়ে পড়লে স্তব্ধ হয়ে যায় পুরো এলাকা। বাবা-মায়ের এমন আকস্মিক ও বীভৎস মৃত্যুর খবর পেয়ে ছুটে আসে সন্তানরা। উঠোনে ছড়িয়ে থাকা ধান আর তার মাঝে শুইয়ে রাখা বাবা- মায়ের নিথর দেহের ওপর আছড়ে পড়ে তাদের বুক ফাটানো আর্তনাদ”ও আব্বা, ও আম্মা, তোমরা কথা কও না কেন? আমাদের একা থুয়ে তোমরা একসাথে কই চলে গেলা!” সন্তানদের এই গগনবিদারী আহাজারিতে সেখানে উপস্থিত শত শত প্রতিবেশীর চোখ ফেটে জল নেমে আসে ।

সোনার ফসল ঘরে তোলার আনন্দকে এক নিমেষে এক বুক বিষাদে পরিণত করে, সন্তানদের বুকে এক জনমের শূন্যতা এঁকে দিয়ে মজিবর ও মোমেনা চলে গেলেন এক অন্তহীন না ফেরার দেশে। গাগান্না গ্রামের প্রতিটি ঘরে আজ উনুন জ্বলেনি, বিষাদের এক কাল মেঘ যেন থমকে আছে পুরো জনপদ।

ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আসাদুজ্জামন ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন বিদ্যুস্পষ্টে আজ সকালে গাগান্না গ্রামের মজিবর খা ও তার স্ত্রী নিহত হয়েছেন বলেন জেনেছি।

আলমডাঙ্গায় আগাছানাশক প্রয়োগে ধান পুড়ে নষ্ট, বিষ বিক্রেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ

আলমডাঙ্গা উপজেলার কালিদাসপুর ইউনিয়নের আসাননগর গ্রামে আগাছা দমনের জন্য প্রয়োগ করা বিষে ধান পুড়ে নষ্ট হয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় স্থানীয় এক বিষ বিক্রেতার বিরুদ্ধে নিম্নমানের বা ভেজাল আগাছানাশক বিক্রির অভিযোগ করেছেন ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক।

ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক আসাননগর গ্রামের মৃত আসমান মণ্ডলের ছেলে মস্তক আলী জানান, প্রায় এক মাস আগে ধানের জমির আগাছা পরিষ্কারের জন্য আলমডাঙ্গার হাফিজ মোড় রোডের ব্যবসায়ী সিরাজুল ইসলামের কাছ থেকে আগাছানাশক ক্রয় করেন। তবে দুই সপ্তাহ পার হলেও কাঙ্ক্ষিত ফল না পাওয়ায় তিনি পুনরায় ওই বিক্রেতার কাছে গেলে তাকে অন্য একটি বিষ দেওয়া হয়।

তিনি আরও জানান, দ্বিতীয়বার প্রাপ্ত বিষ জমিতে স্প্রে করার তিন দিনের মধ্যে ধানের গাছ গোড়া থেকে পুড়ে যায়। এতে পুরো জমির ধান নষ্ট হয়ে যায়। পরবর্তীতে বিষয়টি বিক্রেতাকে জানালে তিনি ঈদের ছুটির কথা উল্লেখ করে কোম্পানির প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলে জানাবেন বলে আশ্বাস দেন। ঈদ-পরবর্তী সময়ে কোম্পানির প্রতিনিধি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করলেও এখন পর্যন্ত কোনো সমাধান বা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি বলে অভিযোগ করেন ভুক্তভোগী কৃষক।

এ বিষয়ে কথা বলতে গেলে অভিযুক্ত বিক্রেতা সিরাজুল ইসলাম সাংবাদিকদের জানান, তিনি অন্য স্থান থেকে বিষ সংগ্রহ করে বিক্রি করেন। কৃষি অফিসারের পরামর্শ ছাড়া বিষ বিক্রির বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, “কৃষি অফিসারের পরামর্শ অনুযায়ী চললে ধান উৎপাদন সম্ভব নয়।” এ সময় তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন বলেও অভিযোগ রয়েছে।

এদিকে একমাত্র আয়ের উৎস ধান নষ্ট হয়ে যাওয়ায় আর্থিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন কৃষক মস্তক আলী। অভিযোগ উঠেছে, ঘটনাটি ধামাচাপা দিতে প্রভাবশালী মহলের সহায়তা নেওয়ার চেষ্টা করছেন অভিযুক্ত ব্যক্তি। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এর আগেও তার বিরুদ্ধে নকল দস্তা সার বিক্রির অভিযোগ রয়েছে।

ঘটনাটি নিয়ে স্থানীয় কৃষকদের মধ্যে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। তারা বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

কোটচাঁদপুরে সড়কে ধানের চারা রোপণ করে ব্যতিক্রমী প্রতিবাদ গ্রামবাসীর

বেহাল সড়ক সংস্কারের দাবিতে বারবার আবেদন করেও প্রতিক্রিয়া না পাওয়ায় ব্যতিক্রমী পন্থায় প্রতিবাদ জানিয়েছেন ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার তালসার গ্রামের বাসিন্দারা।

মঙ্গলবার দুপুরে তারা তালসার থেকে ঘাঘা বালিখোলা সড়কের ক্ষতিগ্রস্ত অংশে ধানের চারা রোপণ করে প্রতীকী প্রতিবাদ জানান।

স্থানীয়রা জানান, তালসার বাজার থেকে ঘাঘা বালিখোলা পর্যন্ত দেড় কিলোমিটার দীর্ঘ সড়কের প্রায় এক কিলোমিটার অংশে ইটভাঙা সলিং ভেঙে কাদা ও খানাখন্দে পরিণত হয়েছে। বাকি অংশের অবস্থাও আরও করুণ। দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়ায় সড়কটি এখন একেবারেই চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে।

তালসার পূর্বপাড়ার বাসিন্দা ও সাবেক সেনা সদস্য রবিউল ইসলাম বলেন, আমাদের পাড়ার প্রায় পাঁচ হাজার মানুষের চলাচলের একমাত্র সড়কটি এখন মরণফাঁদে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় বলেও কোনো লাভ হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে প্রতীকীভাবে ধানের চারা রোপণ করে প্রতিবাদ জানিয়েছি।

স্থানীয় কুশনা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শাহরুজ্জামান সবুজ বলেন, রাস্তাটি এলজিইডির আওতাধীন হওয়ায় ইউনিয়ন পরিষদ থেকে কোনো প্রকল্প নেওয়া যাচ্ছে না। তবে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে বারবার জানানো হয়েছে। প্রতিবছর ব্যক্তিগত উদ্যোগে সামান্য সংস্কারের চেষ্টা করি।

এ বিষয়ে কোটচাঁদপুর উপজেলা প্রকৌশলী সিদ্ধান্ত কুমার কুন্ডু বলেন, ঘটনার বিষয়ে আমি অবগত ছিলাম না। রাস্তার সুনির্দিষ্ট নাম জানানো হলে খোঁজ নিয়ে দেখা হবে সেটির এলজিইডির আইডি রয়েছে কি না। না থাকলে কীভাবে কাজ শুরু করা যায়, তা বিবেচনা করা হবে।

কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) কাজী আনিসুল ইসলাম বলেন, এখন ঘটনাটি জানতে পারলাম। দ্রুত খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

হরিণাকুন্ডে ৬৫০জন কৃষকের মাঝে ধান, পেঁয়াজবীজ ও সার বিতরণ

ঝিনাইদহের হরিনাকুন্ডে ৬৫০জন কৃষকরে মাঝে বিনামূল্যে ধান, পেঁয়াজবীজ ও সার বিতরণ করা হয়ছে।

সোমবার সকালে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আক্তার হোসেনের সভাপতিত্বে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে খরিপ ও (২৪-২৫) মৌসুমে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ ও রোপা আমন ধান আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রণোদনা কর্মসূচীর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি উপজেলা চেয়ারম্যান সাইফুল ইসলাম টানু মল্লিক।

এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান সাজেদুল ইসলাম ইশা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান জেসমিন আক্তার, উপজলো কৃষি কর্মকর্তা শরিফ মোহাম্মদ তিতুমীর প্রমূখ।

অনুষ্ঠানে ৬৫০ জন কৃষকের মধ্যে বিনামূল্যে সরকারী ধান বীজ, পেঁয়াজ বীজ ও সার বিতরন করা হয়েছে।

[redacted]

[redacted]

অভিযোগে জানাগেছে, কালীগঞ্জ উপজেলার বলিদাপাড়ার মৃত্য আক্কাচ আলী ছেলে চাষী আক্তারুল ইসলাম যশোর- ঝিনাইদহ মহাসড়কের পাশে ৫০ বিঘা জমিতে বিনা -৭ জাতের ধানচাষ করেছিলেন । পূর্বশত্রুতার জের ধরে কালীগঞ্জ উপজেলার বলিদাপাড়া গ্রামের মোস্তফা, সমীর আলী নেতৃত্বে জোর পূর্বক ধান কেটে সাবাড় করে ফেলা হয় । এ সময় ধান কাটতে বাধা প্রদান করায় তাদেরকে প্রাণ নাশের হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ উঠেছে । ২০১৭ ও ২০১৮ সালে কয়েক দফায় জোর পূর্বক ধানকেটে নেয় তারা।
চাষী আক্তারুল ইসলাম বলেন, কয়েক দফায় ভয়ভীতি দেখিয়ে আমার জমির ধান, আখ ক্ষেত কেটেনিয়ে গেছে।
এ ব্যাপারে কালীগঞ্জ থানার ওসি মাহফুজার রহমান বলেন, আমার নিকট একটা লিখিত অভিযোগ এসেছে তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আলমডাঙ্গায় সরকারি ভাবে ধান সংগ্রহের জন্য লটারি

আলমডাঙ্গা খাদ্যগুদামে সরকারি ভাবে কৃষকদের কাছ থেকে ধান ক্রয়ের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ লিটন আলী প্রত্যেক ইউনিয়ের কৃষক দের কাছ থেকে দরখাস্ত আহবান করলে, তাদের দরখাস্ত মোতাবেক লটারির মাধ্যমে ক্রেতা নির্ধারণ করার জন্য গত বৃহস্পতিবার বেলা ১১ টার দিকে উপজেলা কৃষি অফিসে লটারি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ লিটন আলী। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আইয়ুব হোসেন।

তিনি এসময় বলেন, সরকার সরাসরি প্রান্তিক কৃষকদের কাছ থেকে ধান ক্রয়ের জন্য ঘোষণা দেন। সেই লক্ষে আমরা উপজেলার সকল ইউনিয়ন ও পৌর সভার কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি ধান ক্রয় করতে চাই। কিন্ত আমাদের লক্ষ মাত্রা ১ হাজার ৩ শত ৮৪ মেঃ টন। মানে প্রত্যেক কৃষক ১ মেঃ টন করে ধান বিক্রয় করতে পারবে। লক্ষ মাত্রার চেয়ে বিক্রেতার সংখ্যা বেশি হওয়ায় আজ আমরা লটারির মাধ্যমে বিক্রেতা

সিলেকশন করে দেব। তারা নির্ধারিত সময়ে খাদ্যগুদামে ধান সরবরাহ করবেন।

সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা পৌর মেয়র উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি হাসান কাদীর গনু, ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাড. সালমুন আহম্মেদ ডন, উপজেলা কৃষি অফিসার, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাষ্টার, উপজেলা খাদ্য কর্মকর্তা মোফাখাইরুল ইসলাম, গুদাম রক্ষক মিয়াজান হোসেন, খাদ্যপরিদর্শক রাবিবুল ইসলাম, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা সোহেল হোসেন, উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার আফাজ উদ্দিন, উপজেলা প্রকল্প কর্মকর্তা এনামুল হক, ইউপি চেয়ারম্যান মাসুদ পারভেজ, আবু সাইদ পিন্টু, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি, দেলোয়ার হোসেন, সম্পাদক মতিয়ার রহমান ফারুক, প্রেসক্লাবের সম্পাদক হামিদুল ইসলাম, সহ-সভাপতি জামসিদুল হক মুনি, প্রচার সম্পাদক শরিফুল ইসলাম, চুয়াডাঙ্গা জেলা মৎস্যজীবী লীগের সভাপতি শাহাবুল ইসলাম, মিজানুর রহমান, সাইফুর রহমান পিন্টু, সহ শতাধিক কৃষক উপস্থিত ছিল।

লটারি করা হয় মোট ১৩৮৪ মেঃ টন ধান নেওয়া হবে। প্রতি কৃষক ১ টন করে ধান দিতে পারবে।